দৈনিক খবর

তারিখ ... 17 AUG 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

101

২৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৪ ঘন্টার মধ্যে ৬ দফা মেনে নিন : ছাত্র ঐক্য

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ১৬ই আগস্ট।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদের ৬ দফা দাবী মেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে আহবান জানিয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ এই আহবান জানিয়েছেন। প্রশাসন এ ব্যাপারে ব্যর্থ হলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে তাদেরকে দায়ী হতে হবে বলে নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব খাত্তগীর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। চাকসু ভিপি নাজিম উদ্দীনসহ ঐক্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিতি ছিলেন। ছাত্র ঐক্যের ৬ দফা দাবীর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন হলে অবস্থানকারী ভাড়াটে মাস্তান ও বহিরাগতদের গ্রেফতার, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতার, ছাত্রলীগ নেতা সরোয়ার ও আলমগীরকে অপহরণের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার, ১৩ই আগস্ট থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের ওপর নির্যাতনকারীদের গ্রেফতার ও

শেষ পৃষ্ঠায় ২য় কলামে

২৪ ঘন্টার মধ্যে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং আহতদের ক্ষতিপূরণ দান।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ২২শে ডিসেম্বরের নারকীয় ঘটনার সাথে জড়িত আসামীরা পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদেরকে গ্রেফতারের জন্যে প্রশাসনের কাছে বার বার আবেদন সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবীকে প্রধান বিষয়ে পরিণত করে প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যাকে পাশ কাটানোর অপচেষ্টা চালিয়েছে বার বার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা ক্যাম্পাসের পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে। আরও বলা হয়, শিবির নামক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হিংস্র থাবার ভয়ে শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয় নয় সারা দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ ও অভিভাবক আতংকিত হয়ে পড়েছেন। ১৪ই আগস্টের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে ঐক্য নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান বানচাল করার জন্যে জামায়াত সদস্য শাহজাহানের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিবির এই ঘটনা ঘটায়। ছাত্রদল কর্মীদের উপর হামলা চালিয়ে শিবির যেভাবে প্রশাসনের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিল তাকে অন্যদিকে প্রবাহিত করে ফায়দা লুটার জন্যে এই পরিকল্পনা নেয়া হয়। ঐক্য নেতৃবৃন্দ বলেন, শিবির গত ৭ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ঘৃণ্য কার্যকলাপ চালিয়েছে তার প্রতিশোধ আমরা মদনহাট ও ফতেয়াবাদে নিতে চাইলে কোন শিবির কর্মী লেখাপড়ার সুযোগ পেতো না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু আমরা সন্ত্রাসে বিশ্বাস করি না।